যুগান্তর

তারিখ 29 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৬

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু

যুদ্ধের তীব্রতা কমানোর উপায় গুচ্ছপদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষা

গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এ নিয়ে কয়েক দফা আলোচনাও হয়েছিল; কিন্তু ফলাফল এখন পর্যন্ত শূন্য। গত শিক্ষাবর্ষে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এ ক্ষেত্রে এগিয়ে না আসায় তা ভেস্তে গেছে। সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিকেল কলেজের মতো ক্লাস্টার বা গুচ্ছপদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার কথা গত আট বছর ধরে আলোচিত হলেও এবারও শেষ পর্যন্ত ফলাফল শূন্যের কোঠাতেই গিয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ গুচ্ছপদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা এবারও চালু হল না। ফলে বিগত বছরগুলোর মতো এবারও দুর্ভোগ পোহাতে হবে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। এ দুর্ভোগ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী, সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা ওয়াকিবহাল আছেন।

সাফল্যের সিংহদরজা অতিক্রম করে উচ্চশিক্ষার নতুন ভুবনে প্রবেশের ছাড়পত্র পাওয়া লক্ষাধিক শিক্ষার্থীকে এখন ভর্তিযুদ্ধ নামক বিরাট এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে আরামের ঘুম হারাম করে, খেলাধুলা বন্ধ করে, প্রচণ্ড মানসিক চাপ নিয়ে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ছুটে বেড়াতে হবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়। পাশাপাশি থাকবে ভর্তিচ্ছু অভিভাবকদের ভোগান্তি ও অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের বিষয়গুলো! অসংখ্য ভর্তি পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের এসব সমস্যার কথা বুঝেও যেন বোঝেন না দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'হৈমন্তী' গল্পে অপুর পিতার কাছে যেমন কনের বয়সের চেয়ে পণের (যৌতুকের) অংকটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ঠিক তেমনি এ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ এবং সিংহভাগ শিক্ষকের কাছেও যেন লাখ লাখ ভর্তি পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা নিয়ে ফলাফলের ভিত্তিতে কে কোন মেডিকেলে পড়বে— তা ঠিক করে দিতে পারে, তাহলে কেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্লাস্টার বা গুচ্ছপদ্ধতিতে কিংবা সমন্বিত পদ্ধতি অনুসরণ করে না? বলা বাহুল্য, ইউজিসির একাধিক বার্ষিক প্রতিবেদনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বর্তমান ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতিকে ত্রুটিপূর্ণ, ব্যয়বহুল ও কোচিংনির্ভর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া ইউজিসির উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের (হেকেপ) এক গবেষণায় সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি করে গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার সুপারিশ করা হয়।

মেডিকেল কলেজগুলোর উদ্যোগে পরিচালিত কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা পদ্ধতি স্বচ্ছ হওয়ায় ইতিমধ্যে তা সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। দেশের শিক্ষাবিদরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় এ ধরনের পদ্ধতি চালু করার জন্য গত আট বছর ধরে পরামর্শ দিয়ে আসছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে এলেও কোনো লাভ হচ্ছে না। এর কারণ হিসেবে অনেকে বলতে পারেন, দেশের ৩৮টি সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা একসঙ্গে নেয়া একটা সমস্যা। যদি তা-ই হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে গুচ্ছপদ্ধতি শ্রেয় আর এ ক্ষেত্রে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একেকটি গুচ্ছের মধ্যে নিয়ে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। সরকার যদি একযোগে মাসব্যাপী আট-নয় লাখ শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারে, তাহলে বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা পূরণকারী মাত্র কয়েক লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর ভর্তি পরীক্ষা একযোগে সফলভাবে নিতে পারবে না? এ ক্ষেত্রে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা ভর্তি ফরম পূরণ করার সময় ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও না বলে অভিযোগ রয়েছে। এক প্রতিবেদন দেখা যায়, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ফরম বিক্রি করে আয় করে প্রায় ৮ কোটি ৩৩ লাখ টাকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আয় করে প্রায় ৭ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। ঠিক একইভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ও মোটা অংকের টাকা আয় করেছে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি করে।

এ কথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন, বিনা মূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ, জেএসসি প্রবর্তন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে পাসের হার বাড়ানোসহ বেশকিছু ইতিবাচক অর্জন রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আরও প্রশংসা ও সাধুবাদ পাবে, যদি দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা ক্লাস্টার বা গুচ্ছ বা সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকরা যদি ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সীমাহীন দুর্ভোগ এবং কষ্টের বিষয়গুলো সুবিবেচনায় নিতে পারেন, সর্বোপরি ভর্তি ফরম বিক্রি থেকে পাওয়া আয়ের বিষয়টি মাথা থেকে বাদ দিতে পারেন, তাহলেই কেবল গুচ্ছপদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া সম্ভব, অন্যথায় নয়। আর গুচ্ছপদ্ধতিতে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভর্তি প্রার্থী নির্বাচন করা হলে ছাত্রছাত্রীরা মানসিক চাপ ও অহেতুক হয়রানি থেকে রক্ষা পাবে এবং অভিভাবকদেরও মানসিক ও আর্থিক চাপ কমবে। পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে দেশ ও জাতি হবে উপকৃত। দেশ-জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষের কি এ বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখা উচিত নয়?

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু : *বিভাগীয় প্রধান, আইন বিভাগ, সিটি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা*
kekbabu@yahoo.com